

কর্মজীবী নারীর উপযুক্ত পরিবার-কাঠামো

যৌথ পরিবার আজকাল আর দেখা যায় না বললেই চলে। বিভিন্ন কারণে প্রায়শঃই তা একাধিক একক পরিবারে ভেঙ্গে যাচ্ছে। যৌথ পরিবার কাঠামোকে ভালো এবং সুবিধাজনক মনে করা সত্ত্বেও এমনটি ঘটছে অনিবার্যভাবে। পরিবার ছোট হবার পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী করা হয় নারীকে। এই দোষারোপ এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

সমাজের অণু-সংগঠন পরিবার। যৌথ পরিবার বলতে সাধারণতঃ একই ছাদের নীচে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং নিকট আত্মীয়দের নিয়ে বসবাস করাকে বোঝায়। আর একক পরিবার বলতে একই ছাদের নীচে মা-বাবা এবং তাদের সন্তানদের বসবাসকে বোঝায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে। বাড়ছে একক পরিবারের সংখ্যা। ইউরোপ ও আমেরিকার মতো উন্নত দেশে একক পরিবার ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে, আমাদের দেশে অনেকে এখনও যৌথ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বাংলাদেশ, ভারত, আফ্রিকা ও আরব দেশগুলোতে এই দুধরনের পরিবার কাঠামো নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। আসলে উভয় পরিবার কাঠামোতেই রয়েছে নানান সুবিধা ও অসুবিধা।

সাধারণতঃ যৌথ পরিবারে আর্থ-সামাজিক সুবিধা বেশি থাকে। এ কাঠামোর পরিবারে পারস্পরিক সম্প্রীতি শিশুর সুস্থ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যৌথ পরিবার একজন মানুষকে নৈতিক বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করে। বাবা-মায়ের পাশাপাশি শিশুরা পরিবারের অন্য সদস্যদেরও সাহচর্য পায়। আদর-ভালোবাসার মাত্রা অনেকটাই ভাগাভাগি হয়ে যায় সেখানে। দেখা গেছে, একক পরিবারের চেয়ে যৌথ পরিবারে শিশুরা বাবা-মায়ের সহচর্য তুলনামূলকভাবে কম পায়। যৌথ কাঠামোতে বাবা-মায়ের সমস্যাগুলো পারিবারিকভাবেই চিহ্নিত করতে শেখে শিশুরা। অনেক ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারে অতিরক্ষণশীলতা দেখা যায়। ফলে বাচ্চাদের মধ্যে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়।

অন্যদিকে, একক পরিবারে, যেখানে চার-পাঁচজন মানুষের বাস, সে সব পরিবারের বাচ্চারা সমাজে অনেক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নতুনকে অতি সহজেই বরণ করতে শেখে। একক পরিবারে ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পায়। বড়দের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে তারা নিজেকে সাহসী ও স্বাধীনভাবে চালিয়ে নিতে পারে।

একক পরিবারে,
যেখানে চার-পাঁচজন
মানুষের বাস, সে সব
পরিবারের বাচ্চারা
সমাজে অনেক ক্ষেত্রে
আত্মনির্ভরশীল হয়
এবং নতুনকে অতি
সহজেই বরণ করতে
শেখে। একক
পরিবারে ছেলেমেয়েরা
বাবা-মায়ের নিবিড় ও
ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পায়।
বড়দের ওপর
নির্ভরশীলতা কমিয়ে
তারা নিজেকে সাহসী
ও স্বাধীনভাবে চালিয়ে
নিতে পারে।



তাই, কোন পরিবার কাঠামো বেশি ভালো, এক কথায় তা বলা মুশকিল। এ নিয়ে হয়েছে অনেক গবেষণা। এসব গবেষণায় পারিবারিক কাঠামোর চেয়ে এর পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। পারিবারিক পরিবেশ বলতে বোঝায় যেখানে পরিবারের সদস্যদের আচরণ, রুচি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস গড়ে উঠে, যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যৌথ পরিবারে কর্মজীবী মায়ের সন্তানদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা বেশি হয়। আবার, যেসব মায়েরা বাইরে কাজ করেন কিন্তু যৌথ পরিবারে থাকেন তাদের বাচ্চাদের চেয়ে যে মায়েরা যৌথ পরিবারে থাকেন কিন্তু বাইরে কাজ করেন না তাদের ছেলেমেয়েরা সমাজবিরোধী কাজে বেশি লিপ্ত হয়। তবে কর্মজীবী নারীদের জন্য যৌথ না একক পরিবার, কোনটা বেশি উপযোগী সে বিষয়ে শেষ কথা বলা দুর্কর। তবে, বিভিন্ন বিশ্লেষণে যৌথ পরিবারের কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সদস্যদের পরিষ্কার মনোভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন –

১. কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া উচিত তা খেয়াল করা। আপনি পরিবার এবং ছেলেমেয়েদের জন্য কী করতে চান, পরিবারের মূল্যবোধ ও কোন বিষয়টি আরো একটু সহজ করা যায় তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন।
২. নিজের সীমা অতিক্রম না করা। অনেকেই যৌথ পরিবারে অযাচিত মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। খেয়াল রাখতে হবে, পরিবার বা তার সদস্যদের জন্য আপনার সিদ্ধান্ত অপ্রয়োজনীয় হচ্ছে কিনা।
৩. একে অন্যের সাথে সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা। আপনার ক্ষোভের যেন বহিঃপ্রকাশ না ঘটে। সব কিছু নিয়ে আলোচনা করুন। সিদ্ধান্ত নিন এবং তা যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য অনুশীলন করুন।
৪. একে অন্যকে বিশ্বাস করুন এবং শ্রদ্ধা করুন। বয়স ও অভিজ্ঞতার কদর দিন।
৫. পরিবারকে পর্যাপ্ত সময় দিন। বাচ্চা ও বড়দের সাথে খেলাধুলা ও আলোচনার জন্য সময় ঠিক করে নিন।
৬. আপনার সাধ্য অনুযায়ী পরিবারের জন্য ব্যয় করুন। প্রথমে আপনার স্বামী বা স্ত্রী এবং এরপর পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলুন।
৭. আপনি সবাইকে খুশি রাখতে পারবেন না। তবে কেউ যদি আপনার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে চায়, তা শুনুন।
৮. অন্যকে পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন না। বরং অন্যের মতামত সম্পর্কে এবং অন্যের অবস্থান থেকে চিন্তা করার চেষ্টা করুন।
৯. পরিবারে ছোটখাটো বিনোদন ও আনন্দদায়ক কাজে শরিক হওয়ার চেষ্টা করুন। যেমন, একসাথে টিভি দেখা, খেলা করা, গল্প করা, ঘুরতে যাওয়া ইত্যাদি।
১০. তর্কে-বিতর্কে জড়িয়ে না পড়া। জড়িয়ে পড়লে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে মিটমিট করে ফেলুন।

অনেকেই মনে করেন, যৌথ পরিবারে স্বাধীনতার অভাব। কিন্তু, পরিবারের সদস্যরা যদি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে সক্ষম হন, তাহলে যৌথ পরিবার সুখী পরিবারের প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে। তবে, এই সব নীতিমালার অধিকাংশই একক পরিবারের জন্যও প্রযোজ্য। যারা যৌথ পরিবারের প্রতি এখনও শ্রদ্ধাশীল, তারা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা মেনে চলতে না পারলে, তাদের জন্য একক পরিবার বেছে নেয়াই হবে যথোপযুক্ত।

যৌথ পরিবারে
কর্মজীবী মায়ের
সন্তানদের রাগ
নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা
বেশি হয়। আবার,
যেসব মায়েরা বাইরে
কাজ করেন কিন্তু
যৌথ পরিবারে থাকেন
তাদের বাচ্চাদের
চেয়ে যে মায়েরা যৌথ
পরিবারে থাকেন কিন্তু
বাইরে কাজ করেন না
তাদের ছেলেমেয়েরা
সমাজবিরোধী কাজে
বেশি লিপ্ত হয়।

নাঈমা জান্নাত

সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলর, সাজেদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা